# বৃদ্ধ মানুষটি এবং সমুদ্র




২ ই, নবীন কুণ্ডু লেন
কোলকাতা : ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশক : রঞ্জিত সাহা
১৬ দমদম রোড
কোলকাতা-৭০০০৩০

মুদ্রক : নায়ক প্রিন্টার্স
কিঙ্করকুমার নায়ক
৮১/১-ই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কোলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : কলো প্রিন্ট
৮০/২ বৈঠকখানা রোড
কোলকাতা-৭০০০০৯

বাঁধাই : গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স
৭৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কোলকাতা-৭০০০০৯

নিজেকে নিঃশেষ করা একা একা অন্ধ অহংকারে !

মধ্যরাতে জেগে উঠে বেদনার সম্মুখীন হ'লে
জলন্ত চোখের পর্দা জুড়ে ভাসে উদাসী হাওয়ার
পথে পথে শুয়ে-থাকা অভিমানী অসুখী কিশোর—
সত্যের শব্দে হত, শব্দের অমোঘ সততাও
পারে নি সে বেঁধে নিতে বাজুবন্ধে নিবিড় ধেয়ানে !

নিজেকে নিঃশেষ করা একা একা ক্রুদ্ধ অহংকারে !

মধ্যরাতে বীতনিদ্র অহংকার দেয়ালের গায়ে
তুমুল পতনশব্দে দিশাহারা। চোখের মণিতে
রক্ত কিছু জ্ব'লে ওঠে। পথে পথে উদাসী হাওয়া।

তবু কেন অন্ধকারে একা একা সূচ্যগ্র ভূমির
প্রবীণ দাবিকে ঘিরে পতাকার সমূহ জমিতে
লিখে-রাখা অহংকারবিদ্ধ এক কিশোরের শোক !

সত্যের শব্দ নিয়ে অহংকার ! এত অহংকার ?

## সূ চি প ত্র

স্তব্ধতা ও জাগরণ :



মা, তুমি মা :

বৃদ্ধ মানুষটি এবং সমুদ্র :

## স্তব্ধতা, জাগরণ

আমাকে তুমি গভীরে নিয়ে চলো
শিখিয়ে দাও তোমার ভাবনা ॥
—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## শীত আসছে

শীত আসছে।
বাতাসের হিমেল চাবকানিতে গাছ হ'তে
বিবর্ণ বয়সের মতো খ'সে খ'সে পড়ছে জীর্ণ পাতা ;
আর কয়েকদিন বাদেই সবুজ প্রান্তরের কঙ্কালসার স্মৃতি হ'য়ে
সমস্ত গাছ নিষ্পত্র দাঁড়িয়ে থাকবে আবেগহীন শরীরে।
শীত আসছে। নিরাবেগ, অনিবার্য শীত।

হেমন্তের খাঁ খাঁ মাঠের আলে ব'সে গালে হাত দিয়ে
জিরোতে জিরোতে সাতক্রোশ পথ পেরনো
লোকটা কী ভাবছে ? তার চারপাশে বাতাসের হিম গর্জন—
যেন দাঁতে দাঁতচাপা কোনও মরণাহত জন্তুর আর্তনাদ—
তার চোখের সামনে ফসলহীন মাঠ—উদোম, ন্যাংটো—
চিত্‌ হ'য়ে শুয়ে আছে শূন্য চোখে, রিক্ত বুকে।
লোকটা কী ভাবছে ? রৌদ্রালোকে উজ্জ্বল বর্শার ফলা-র মতো
কোনও প্রিয় স্মৃতি কি ওর বুক এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করছে ?
লোকটা কী ভাবছে ? ওই গ্রাম্য লোকটাও কি বিদেশি কবির মতো
শীত এলে বসন্ত-সমাগমের প্রত্যাশায় মহৎ, উদ্বেল ?
ওর শরীর ঘিরে যে-রুপোলী ডানা ছড়িয়ে
নামছে অমোঘ বয়স, তাতে কি উৎকীর্ণ আছে
কোনও হেমবর্ণ স্মৃতি ?

শীত আসছে। নিরাবেগ, অনিবার্য শীত।
আগামী বর্ষায় কি সাতক্রোশ পথ পেরনো
ওই লোকটার হাতে প্রিয় স্মৃতির মতো
কোনও বর্শাফলক দুলে উঠবে ?

লোকটা কী ভাবছে ?

## নদী ডেকে গেছে

'হেই ভাই, তোর যে যাবার কথা ছিল,
কখন যাবি ?'
—ব'লে পাথরের ওপর দিয়ে শব্দ ক'রে
নদী চ'লে গেছে।

পত্রপুটে অন্ধকার জ'মে ওঠে
বালবিধবার অপলক শোকের মতো।
মায়ের স্বরে
ডাক দিয়েছিল নদী,
কল্‌মিলতা
জড়িয়ে ধরেছিল বালকবেলার
কিশোরীর প্রেমে,
সকালের মাটি-কামড়ে প'ড়ে থাকতে বলেছিল
শেফালির গন্ধ,
অশ্বত্থ মধ্যরাতে বাড়িয়ে দিয়েছিল
তার শিকড়ের মতো গহন হাত,
'আছি' ব'লে ঘোষণা ক'রে
এগিয়ে যেতেই—
উঃ, ভ্রূপল্লবে এত অন্ধকার
সম্মোহনে টে'নে নিল
ছড়ানো-ছিটোনো চুলের গহ্বরে !

এখন
রোদজ্বলা বিকেলের নরম দেয়ালে
ঠেশ দিয়ে
দেখি,
ঢেউ-এর ভঙ্গিমায় ফুলে উঠছে
অভিমান,
দীর্ঘশ্বাসে ফেটে পড়ছে ঢেউ,
স্পষ্ট শুনতে পাই সেই ডাক—
'হেই ভাই......'

## প্রতিশ্রুতি

নদীর সীমানাঘেরা মাঠের বিপুল সেই ডাক
এড়িয়ে পালিয়ে গেছ নিভৃত জ্যোৎস্নাময়ী ঘরে
মাঠের বিপুল ডাকে কী ছিল, বা কাকে ডেকেছিল
কিছুই না শুনে তুমি দু'হাতে চেপেছ নিজ কান
কিছুই শুনবে না ব'লে প্রতিজ্ঞায় স্থির হয়েছিলে।

এখন আতঙ্কে কেন তবে তুমি নিজেই অস্থির ?
দু'হাতে চাপলে কান কাদের জ্বলন্ত কণ্ঠস্বর
তোমাকে উদ্বেল করে ভর ক'রে রাবণের চিতা ?
কাউকে কি কোনও কথা দিয়েছিলে, রাখতে পার নি ?
ওষ্ঠের নীরব ভাষায় কাউকে কি সিক্ত করেছিলে,
অথচ পার নি তাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে ?
এখন নারী কি তার চুম্বনের প্রথম আস্বাদ
প্রত্যাহার করতে চায় নির্বেদ নিরুদ্ধ অভিমানে ?
কৈশোরের বন্ধুতা কি ফিরে চায় স্মৃতিচিহ্নটুকু !

মাঠের বিপুল ডাকে প্রতিশ্রুতি ঝ'রে পড়েছিল
পরিশ্রমী মানুষের স্বেদসিক্ত দেহ হ'তে মুক্তোর মতন।
তুমি ভেঙেছিলে সেই স্তব্ধবাক্ উষ্ণ প্রতিশ্রুতি ;
ভয়ে তুমি পথিপার্শ্বে ফেলে দিয়েছিলে তার
আক্ষরিক সব পবিত্রতা ; ফিরেও দেখ নি চেয়ে :
অন্য এক করপুটে প্রতিশ্রুতি হেসে উঠেছিল
তোমাকে উপেক্ষা ক'রে সন্ধ্যার নীরব জোয়ারে !

আজ সেই প্রতিশ্রুতি যদি ফিরে চায়
তার সব স্মৃতিচিহ্ন তোমার সঞ্চয় থেকে, তবে
কেন তুমি আতঙ্কিত—কিছুতে বুঝি না !
নীরব সন্নত হও। স্থির থাক জ্যোৎস্নাময়ী ঘরে।
পৃথিবীকে মনোমতো সাজান'র সেই প্রতিশ্রুতি
এখনও অপূর্ণ আছে—তবে দ্রুত সমাপ্তির দিকে।

তুমি শুধু স্থির থেক জ্যোৎস্নাময়ী ঘর হতে জ্যোৎস্নার লোপাটে ॥

## সহোদর

স্বপ্নের আঁকিবুঁকি কবে শেষ হয়ে গেছে ;
নষ্ট, মৃত সাধ
পেছনে আঘাত চিহ্ন নিয়ে ঘোরে এ-গলি সে-গলি।
ঢালের ওপর শুয়ে চ'লে গেছে শেষ সহোদর,
বুকে তার ক্ষতচিহ্ন, মুখে মৃদু হাসি।

ভাতের ফ্যানের মতো উপ্‌চে-ওঠা চাপা কান্না
প্রান্তর ভাসায় :
জল্লাদেরা বারবার জিতে যায় কেন ?

বিকেলে পড়ন্ত রোদে আড়াআড়ি ক্রুদ্ধ শুয়ে আছে
বুকে নিয়ে ক্ষতচিহ্ন, ঠোঁট-ছোঁয়া দিগন্তের হাসি
ঢালের ওপরে তোর শেষ সহোদর ॥

## দেখে নিও

**The storm···is only postponed : the storm will break : if not today, then tomorrow : the longer it is delayed, the more violent will it be····**

—রোমাঁ রোলাঁ

এখনও দুঃখের কাছে নতজানু আছি,
এখনও ভীষণ ক্রোধে দাঁড়াই নি উঠে,
এখনও সঠিক অস্ত্রে বাড়াই নি হাত,
এখনও ভিখিরি হয়ে ফুটপাথে পয়সা কুড়োই !

কিন্তু হবে, দেখ, ঠিক এ-সমস্ত হবে :
আমার পায়ের কাছে দুঃখ হবে নত
বাতাসে ভীষণ ক্রোধ সাপ্‌টাবে পাখা
ভিখিরির চোখে, দেখ, ঘন হবে স্পর্ধা, প্রতিবাদ
স্পষ্ট নির্দেশের ভঙ্গি নিয়ে এই দ্বিধাহীন হাত
অস্ত্রের মতন তীক্ষ্ণ নাড়াবে তর্জনী—

দেখ ঠিক, দেখ ঠিক এ-সমস্ত হবে :
আমি, মানে ব্যক্তিগত আমি না-ও হ'লে
অন্য কোনও মানুষের 'আমি' ঠিক জ্ব'লে উঠবে
ক্রোধে প্রতিরোধে—

হবে ঠিক, ঠিক হবে ; দেখে নিও তুমি ॥

## প্রতিশোধ বর্ম প'রে

প্রতিশোধ বর্ম প'রে প্রতিদ্বন্দ্বে অপেক্ষায় থাকে।
দেখে নেয় শেষবার : বন্দুকে কারতুজ আছে কিনা,
অনিবার্য ভঙ্গিমায় ধানের বুকের মধ্যে দুধ
কখন আসবে উঠে ; প্রতিশ্রুত অঙ্গীকারগুলি
রক্তের গহন জুড়ে নড়েচড়ে তীব্র পদপাতে,
মানুষকে মনে মনে বুকে বাঁধে দৃঢ় আলিঙ্গনে—

অন্ধকারে বীজমন্ত্র ভয়হীন উচ্চারিত হয় :
আমার ক্রোধের তাপে, মৃত্যু, তোকে পুড়ে যেতে হবে ॥

## স্তব্ধতা, জাগরণ

গম্ভীর স্তব্ধতা এসে তীক্ষ্ণধার ছুরির সম্মুখে
নিঃশব্দে পড়েছে শুয়ে। এখন কী করতে পারো তুমি—
নিজেও কি স্তব্ধ হবে, নাকি এক জাগরণসুখে
ভোরবেলা কেঁপে উঠবে—উৎকণ্ঠিত দেখছে এই জন্ম, জন্মভূমি ॥

## কবির গল্প

( সঞ্জীবদার জন্য )

শস্যের ভিতরে রৌদ্রে পৃথিবীর সকালবেলায়
কোনো এক কবি বসে আছে।
অথবা সে কারাগারে, ক্যাম্পে অন্ধকারে ;
—জীবনানন্দ দাশ

তার নামের কোনও প্রয়োজন নেই ;
সে হতে পারে যে-কেউ একজন।
আর পাঁচজনের মতো তারও খিদে পায়,
টাকাপয়সার অভাব তার খুব—
কেননা তার বৃদ্ধ বাবা অসুস্থ মা
অনেকগুলো ছোট ভাইবোন
তার সংস্থানের ওপর নির্ভর করে।
যেকোনও পুরুষের মতোই
মেয়েদের দিকে সলজ্জ সাহস নিয়ে সে-ও আলতো চোখ তোলে ;
বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হই-হই আড্ডায়
সে ভুলে যেতে চেষ্টা করে
তার চারপাশের অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় দুর্বিষহ অস্তিত্বকে।

আর এরই মাঝে সময় ক'রে সে লেখে কবিতা—
আর পাঁচজনের মতোই।

তার কবিতায় ভরে থাকে সবার হয়ে তার ব্যক্তিগত
ক্রোধ উল্লাস ভালবাসা ঘৃণা ক্ষমাহীনতা আর বিশ্বাস ;
বারবার সে একটা কথাই বলতে চেষ্টা করে :
অর্থহীন অস্তিত্বের অবসানেই জেগে ওঠে জীবন।
আর এই অবসান ও অমোঘ জাগরণের কথা
ঘোষণা করতেই
সে অক্লান্ত লিখে চলে কবিতা—
ধিক্কার বিদ্রূপ অনটন তাকে গ্রাস করতে পারে না,
কেননা সে জানে

সারাজীবন ধ'রে তাকে একটানা একটা কবিতাই লিখে যেতে হবে,
যাতে ভ'রে থাকবে সবার হয়ে তারও
ক্রোধ উল্লাস ভালবাসা ঘৃণা ক্ষমাহীনতা আর বিশ্বাস ;

থামলে চলবে না, থামা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কীভাবে সে থামবে—
যে দেখেছে মেঘময় আকাশ ভ'রে গেছে বিদ্যুতের নির্দেশে
নদী চোখ বুজেছে চরের ঊষর দুর্বারতায়,
অন্ধকারে জেগে উঠেছে গ্রহ-নক্ষত্রের পদধ্বনি মিলিটারি বুটের মতো,
চাঁদ হয়ে উঠেছে ঘোলাটে,
মানুষের বুকে দাঁত বসিয়ে মানুষ চিরে দিয়েছে তার হৃদপিণ্ড—

কীভাবে সে থামবে—
যে জেনেছে বিদ্যুৎ-নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে না গেলে
আঘাতের চিহ্ন ধারণ করতে হয় পিঠে,
চরের দুর্বার ঊষরতার বিরুদ্ধে নিষেধের ভ্রূকুটি না তুললে
নদীর নাব্যতায় বাইচের আসর নাবে না,
গ্রহ-নক্ষত্রের ঝুঁটি চেপে না ধরলে
ঝড়ের মুখে কুটোর মতো ভেসে যেতে হয়—

কীভাবে সে থামবে—
যে শুনেছে অন্ধকারে জীবন এবং যৌবনের গান গাইতে গাইতে
মানুষ চ'লে গেছে ফাঁসির মঞ্চের দিকে
হাজার মাইল দীর্ঘ পদযাত্রার শেষে অপেক্ষা করছে
রত্নগর্ভা পৃথিবী
আলোর প্রতিটি রশ্মিচ্ছটায়
মানুষ মানুষের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রয়েছে—

কীভাবে সে থামবে
যে অনুভব করেছে কবি ছাড়া সমস্ত জয়-ই হয় বৃথা।

এইভাবে সে এগিয়ে যায়
অস্বীকারে ভাঙতে ভাঙতে

অঙ্গীকারে জাগতে জাগতে
মৃত্যুর দিকে,
অর্থাৎ জীবনের জন্য আরেকটা নতুন ধাপে সে পৌঁছে যায়।
অপমান তাকে বেঁধে না
বিদ্রূপ তাকে নোয়াতে পারে না
অনটন তার কাছে কথার কথা ;
সে একজীবন থেকে প্রতিদিনের মৃত্যুর বুকে লাথি মেরে
এগায় চিরদিনের অপ্রতিরোধ্য জীবনের দিকে।
তার হৃদপিণ্ডের নিরন্তর স্পন্দনের মতোই সে শুনতে পায়
ক্রোধ উল্লাস ভালবাসা ঘৃণা ক্ষমাহীনতা আর বিশ্বাসের
জাগরণময় স্রোতের কলরোল
ব'য়ে চলেছে
এক জীবন থেকে মৃত্যু অতিক্রম ক'রে আর এক জীবনের দিকে

যেখানে
সে-ও প্রশান্তিতে জেগে থাকবে চোখ দু'টো খুলে
সূর্যের দিকে চেয়ে,
সোনালী চুলের মতো ফসলের ওপর
সে-ও রাখবে তার স্বপ্নের মতো হাত,
অপর মানুষের কাঁধের স্পর্শে হয়ে উঠবে রোমাঞ্চিত
আর পাঁচজনের মতোই ॥

## ছায়াদি'র জন্য

কোথাও প্রেমিক নেই, প্রেমহীন অভ্যাস রয়েছে।
সর্বত্র অসুখঘর। সুখহীন শয্যার কণ্টকে
সর্ব অঙ্গ বিষমাখা ; যুবতীরা জ্বরে পুড়ে যায়।
অসহায় যুবকের চোখে জমে মলিনতা, শোক—
আশরীর জেগে ওঠে দ্বিপ্রহর জুড়ে রৌদ্রজ্বালা।

২

জানালায় মুখ রেখে চোখ কাঁপে প্রতীক্ষাব্যাকুল ;
মুহূর্তেরা স'রে যায়, বিকেলের মায়াময় রোদ
যেন ভয়ে ভয়ে কাঁপে : অন্ধকার কখন রোমশ
কঠিন কুটিল হাতে ক'রে নেবে সময়কে লুঠ—
নিজস্ব ভুবন তবে শূন্য হয়ে যাবে একেবারে।

আমার ভুবন যদি শূন্য হবে তা'হলে বাতাসে
সন্তানের কণ্ঠস্বর ঘুরে আর উঠবে না বিপুল বৈভবে ;
ফসলের মতো এই আদিগন্ত শরীরের শোভা
জেগে আর উঠবে না নদীর অমল বহতায়
তোমার ভুবন যদি শূন্য হয় প্রণয়বিহীন !

৩

যদি প্রেম না-ই এলো, তবে কেন প্রণয়ের দাবি
আশরীর জেগে ওঠে, ঢেউ তোলে, শিহরণ আনে ?
যদি প্রেম না-ই এলো, তবে কেন প্রতিশ্রুতিময়
চিঠির মতন রোদ সকালের নিবিড় অঙ্গনে
খেলা করে নিরিবিলি ; ডাকপিয়নের হাত ঘুরে
সবুজ লেফাফা আসে : ভালো থেকো, প্রিয় !

৪

কোথাও প্রণয় নেই, প্রণয়ের অভ্যাস রয়েছে ?
ভেসে যায় চোখের জলে ভ্রূ-যুগলে নীরব যন্ত্রণা—
কেন প্রেম, কেন শোক, প্রতীক্ষার বিহ্বলতা কেন...

# নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিতে কতক্ষণ লাগে

নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিতে আর কতক্ষণ লাগে ?

হু হু ক'রে ব'হে যায় হাওয়ার মতন
ঘড়িটার কাঁটা ধ'রে সময়, বয়স ;
উজানে পৌঁছে যায় কালুমাঝি হাটের নৌকোয়,
তুলির রুপোলি টান রৌদ্রে কাঁপে পড়ন্ত বেলায়,
কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে বেজে ওঠে নদীর দুধারে—
এখনও সময় লাগে প্রস্তুতির ?

প্রস্তুতি কীসের জন্য ? মনে মনে গেঁথে রেখেছিলে
বাইরের পৃথিবীকে ; উইধরা বই-এর তাক থেকে
নিজস্ব ভাবনাগুলো সযত্নে তুলে নিয়ে এসে
অন্তর্গত প্রতিমাকে গ'ড়ে তুলেছিলে—
সেই সব ছবিগুলো মেলাতে বসেছ
দেখে নিতে সবকিছু ঠিক আছে কিনা ?
বোমার গুলীর শব্দে বই-এর শব্দগুলো ভেঙে গেছে কিনা ?
পেছনের দরোজাটা খোলা আছে কিনা
যাতে তুমি অনায়াসে সঠিক মুহূর্তে
সাজানো ড্রইং রুমে ঢুকে যেতে পারো...

শোনো, আমি বলছি, কিছু ঠিক নেই,
কিছু ঠিক থাকতে পারে না ।
কিছু কিছু নড়চড় হয়ে গেছে,
বই-এর শব্দগুলো থেকে অর্থগুলো
জ্যান্ত হয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছে,
পচাগলা শব্দের শবদের অর্থ আজ একটাই :
অনর্থক অর্থে পশার ও বেশাতির মাথা লক্ষ্য ক'রে
অস্ত্রের নিশানা ঠিক করা ।

মনে নেই সুগত-র জন্মদিনে শপথের কথা—
'ভাগাভাগি ক'রে নেব আমি-তুই একটা বুলেট ?
সারা দেশ যুদ্ধে মাতে ; সুগত-র পাথর-কোঁদানো
বুকের ভেতর ভরা উজ্জ্বল হৃদপিণ্ড খুঁড়ে
ঢুকে গেল আস্ত বুলেট ;
তখন কোথায় ছিলে
অথচ তখন গোটা জন্মভূমি জুড়ে
চলেছিল একটাই যুদ্ধ—ক্রোধে, প্রতিরোধে ;
তখন কোথায় ছিলে ?

নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিতে আর কতক্ষণ লাগে,
সবাই যে পেঁৗছে গেছে নিকাশিপাড়ায় !

## মা, তুমি মা

স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম তাকে
মাটির সরায় আঁকা আমার মা
মাথার ওপর কোজাগরীর আলো
পায়ের পদ্মে জলের যন্ত্রণা।

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মা-কে

পাপহীন ওই স্নিগ্ধ করতল
জ্বরতপ্ত আমার কপালে
রাখো যদি,

বুক ভ'রে জেগে উঠবে
নিরাময় চেতনার সুর ।।

## এইসব দিনরাত্রি

এই মাটি চোখ তুলে চেয়ে থাকে জন্মভূমি হয়ে :
'খোকা, তুই বড়ো কষ্ট পেয়ে গেলি এ-জন্মের কাছে,
জন্মান্তরে তোর জন্য, চেয়ে দেখ্, ধানদূর্বা নিয়ে
সুস্থ দীর্ঘজীবনের কামনায় স'য়ে যাচ্ছি সমস্ত আঘাত'—

এই নদী, এ-আকাশ, নিরন্তর সমস্ত প্রকৃতি
মা-এর গভীর স্বরে ডাক দেয় নিবিড়তা হেনে :
'ওরে খোকা, একবার অনুভবে বিশ্বাসের টান
ফিরে পেয়ে রক্তে তোর হোক নিত্য ক্রুদ্ধ জাগরণ,
যতই স্বপ্নের মধ্যে জ্বলে যাক্ জীবনযৌবন'—

এ-আমার জন্মভূমি। এই সব দিনরাত্রি তার
বুকের ভেতর হ'তে বারবার পাঠায় ইশারা :
' জন্মের অশেষ ঋণ অস্বীকার করেছিস যদি
নিজেকেই অপমানে তুই নিজে দূরে ফেলে দিবি !'

এই সব দিনরাত্রি চেয়ে আছে জননীর মতো
আমার মুখের দিকে : কপালের ঘাম মুছে নিয়ে
কখন ফিরব আমি তার ঘরে ; দিনরাত্রি জুড়ে
কখন জন্মের ঋণ তার কাছে করব স্বীকার—

এই সব দিনরাত্রি অন্ধকারে জ্বলে ...

## হে পতাকা

এ-পতাকা
বারবার
ম্লানমুখ
এ-পতাকা
বারবার
শোকমগ্ন
নতশির
এ-পতাকা
অসময়ে
অবলুপ্ত
বারবার
এ-পতাকা
বারবার
প্রতিশোধে
নিশানের
সুতীব্রতা
তবু জ্বলে
প্রতিরোধে
জেগে ওঠে
বুকে নিয়ে
উজ্জ্বলতা
রণক্ষেত্রে
রক্তমাখা
এ-পতাকা
বারবার ···

# কোনদিন প্রেম চেয়ে

কোনদিন প্রেম চেয়ে কোনদিন ব্যর্থ হ'তে হয়
সুখে-দুঃখে-বেদনায় কোনদিন ভীষণ একাকী
চোখের প্রান্তর ঘেঁষে জ্ব'লে ওঠে তৃষ্ণা, অনুরাগ
কোনদিন ভালোবাসা রাজপথ জুড়ে থই থই

বহুদিন প্রেম চেয়ে কোনদিন সফলতা এলে
কপালের ঘাম মুছে বিকেলের বুকে মুখ রাখি

সেই দিন দীর্ঘ প্রেম শস্যময় মাঠের মতন ··

## আজ জ্যোৎস্না রাতে

মহাদেবের জটার মতো মেঘের ফাটলে
বাঘনখের তীক্ষ্ণতা নিয়ে ঝুলে থাকে চাঁদ
কলকাতার নিস্পৃহ, উদাসীন আকাশে—

তখন বাইরের কোনও দেশে জ্যোৎস্নার সুযোগে
উড়ে যায় আদেশপ্রাপ্ত মার্কিন বৈমানিক
মানুষের স্পর্শকাতরতার ওপর মৃত্যু ঢেলে দিতে—
তখন বাইরের কোনও দেশে মানুষের স্পর্শকাতরতার
অবিনাশী লড়াকু ইচ্ছেটা লাফিয়ে ওঠে
মাটি হতে বিস্তীর্ণ সোনালী ধানক্ষেতের
গা ফুঁড়ে এ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ বন্দুক হয়ে—

সেখানে আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে ট্রেন্‌চে
মৃত্যুর মতো প্রবল বোমাবর্ষণে অধীর প্রতীক্ষায়—
কখন আদেশপ্রাপ্ত মার্কিন বিমানটি কাতর প্রার্থনার ভঙ্গিতে
নেমে আসবে অব্যর্থ বেয়নেটের ডগায় প্রজাপতির মতো

তারপর মহাদেবের জটার মতো মেঘের কোলে
কবিতার পেলবতায় হাসতে-থাকা চাঁদের আলোয়
হাত ধরাধরি ক'রে গোল হয়ে নাচতে নাচতে
একসঙ্গে ধরবে গান : আজ জ্যোৎস্নারাতে…

## নিজের জন্য-১

এত তাড়াতাড়ি সব:ক্রোধ প্রত্যাহার ক'রে নিলে কীভাবে চলবে ?

এখনও ক্রোধের পিছে যথাযোগ্য কারণ রয়েছে।
এখনও দুঃখের বুক কুরেকুরে খায়
হিংসার করাত তীক্ষ্ণ নষ্টলোভী দাঁত ;
এখনও বিপক্ষ হিংসা বলদর্পী তর্জনী উঁচিয়ে
তোমায় নির্দেশ দেয় : 'চুপ করো, হাঁটু ভেঙে বোসো !'
এখনও বিপক্ষ ক্রোধ তোমার মা-এর
একমাত্র-শাড়ি কেড়ে উলঙ্গের দেশে
অবাধে আকাশ ঢাকে শকুনের ডানার মতন
নির্লজ্জ জাতীয় পতাকায় !
বিবস্ত্রা মায়ের প্রতি চাবুক উঁচিয়ে
এখনও বিপক্ষ শাস্তি শ্মশানের চিতার আগুনে
পুত্রের জলন্ত স্মৃতি ভুলে যেতে বলে !

প্রতিরোধী ক্রোধ, হিংসা দুর্নিবার শাস্তির গাণ্ডীব
বিসর্জন দিয়ে
এত তাড়াতাড়ি অঙ্গীকারবদ্ধ ক্রোধ
প্রত্যাহার তুমিও করবে ?

## মা, তুমি মা

তোমার স্বামী জীবনভর দুঃসহ খাটুনি
আর বিগত ক'এক-বছর-ধ'রে বার্ধক্যের জ্বালা জুড়োতে
এখন পুড়ছেন চিতায়।

কিশোরী বধূর দুরন্ত স্মৃতির মতো দাউদাউ আগুনের শিখা
বাতাসের গায়ে আঁচড় কেটে আঁকতে চাইছে
সুখদুঃখের পবিত্র বর্ণমালা।

মুখাগ্নি করল বড় ছেলেই।
পাশাপাশি এ-ই তার শেষ কাজ;
বউ নিয়ে সে এবার আলাদা হবে।

শ্মশানের বাবলা গাছের সঙ্গে
নিজস্ব ভাষায়
কথা বলতে বলতে
ব'হে যাচ্ছে নদী।

নদীর ধারে চুপচাপ ব'সে
একমনে ঘাস ছিঁড়ে যাচ্ছে
তোমার পাগল মেজ ছেলে;
সে জানে না, তার মাথার ওপর থেকে
স'রে গেছে বটগাছের ছায়া,
আর তার মা-র বুকের ভেতর
দূরবাহী এক নদীর ফাঁকা স্রোতের আওয়াজ
উঠছে ঘুরে!

মা, তুমি মা,
তোমার সারাজীবনের সুখ-দুঃখ-লাঞ্ছনা
তোমার ষাট বছরের চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে
ভুরু কুঁচকে বলছে—

মা, তুমি মা,
এখনও বেঁচে আছ
কোন্ আশায়, কার মুখ চেয়ে ?

প্রজ্বলিত চিতা জুড়ে অগ্নিশিখার তর্জনী লক্ষ্য ক'রে
তুমি কার কথা ভাবছ—
এখন যে চ'লে যাচ্ছে 'কোনদিন ফিরব না' ব'লে,
তার কথা, না,
দাহকার্যে অনুপস্থিত তোমার ছোট ছেলের কথা—
যে ধূলিধূসর গ্রামপথে
শামুকভাঙা কেউটের ছোবল অবহেলা ক'রে
ধানখেতের আলে আলে
খড়ের গাদায় রাত্রিযাপনে
অস্ত্র হাতে শত্রুর প্রতীক্ষায়
ক্রমেই বেশি ক'রে
তোমার বুক ভাসিয়ে ফিরে আসছে
অবিনশ্বর প্রতিশ্রুতির মতো ?

## এ-মাটির টানে

কী করে এড়াবে তুমি এ-মাটির টান ?
যেথা যাও, যত দূর, তোমাকে আসতে হবে ফিরে
এইখানে—এ-মাটির ডাকে ।

কত দূর যাবে তুমি তেপান্তর গিরিমালা সাগর পেরিয়ে
এড়াতে মাটির ডাক ?
যেখানেই যাও তুমি, ডাকপিয়নের হাত ঘুরে
ছুটে যাবে তোমার উদ্দেশে-লেখা সবুজ লেফাফা
—বুকে নিয়ে গন্ধমাখা

অমল স্বদেশ ।।

## নির্বাসন ? কাকে দেবে নির্বাসন তুমি

নির্বাসনদণ্ড দিলে মাথা পেতে মেনে নেব আমি ?
তার আগে বুক ফেটে মারা যাব
পদ্মের কোরকসম দুই চক্ষু উপড়িয়ে নেব
পদ্মের নালের মতো শীর্ণ দুই বাহু মেলে ধ'রে
ভিক্ষে নেব নির্বাসনদণ্ড প্রত্যাহার—
নির্বাসন ? কাকে দেবে নির্বাসন তুমি ?

জ্যৈষ্ঠের আকাশ জুড়ে অভিমানী মেঘ জেগে ওঠে,
এখনও অবিবাহিত বয়স্থা বোনের
সজল চোখের কোণে ফুঁশে-ওঠা হতাশার মতো ;
তোমার মুখের মতো চিন্তাগ্রস্ত অন্ধকার নামে
অসময়ে। বার্ধক্যের রূঢ় চাপে বেঁকে-যাওয়া পিঠের মতন
নতজানু দিন তোলে শাণিত রোদের দীপ্তি—
অভিমানে আকাশের বুক ফোলে মেঘময় বিষণ্ণতা নিয়ে।

এ-সময়ে নির্বাসনদণ্ড দেবে কাকে ?
কে নেবে তা' মাথা পেতে ?
দেশময় মাটির আহ্বান পিছে ফেলে
কে যাবে দ্বীপান্তরে, মা ?

অভিমানী মেঘ জাগে জ্যৈষ্ঠের আকাশ জুড়ে, দেখ,
তোমার অবিবাহিত বয়স্থা মেয়ের
ভ্রূ-যুগলে লেগে-থাকা অসহায় যন্ত্রণার মতো ;
এ-সময়ে নির্বাসন দেবে তুমি তোমার ছেলেকে ?

অভিমানী মেঘ ফুঁড়ে শাণিত রোদের বুকে মাথা
দেশময় মাটি কবে রাখবে জানি না,
দুঃখের অনলে কবে সুখের প্রদীপ
তোমার সিঁথির মতো জেগে উঠে স্থির অচঞ্চল
দেখাবে পথের রেখা—তা-ও তো জানি না।

আমাকে তবুও তুমি শাড়ির আঁচলে
চাবির মতন রেখো গিঁট দিয়ে বেঁধে,
অকৃতজ্ঞতায় আমি যাতে দূরে না পালাতে পারি !

জ্যৈষ্ঠের আকাশ জুড়ে মেঘময় তুমুল আলাপে
ভ'রে ওঠে দশদিক, সপ্তসিন্ধু—
এ-সময়ে নির্বাসনদণ্ড যদি দাও,
আমি কি তা' মাথা পেতে মেনে নিতে পারি ?
এখনও অবিবাহিত বয়স্কা বোনের
ভ্রূ-যুগলে লেগে-থাকা যন্ত্রণার মতো
আমি ঠিক বিঁধে থাকব দেশময় মাটির আহ্বানে,
দেখে নিও তুমি !

নির্বাসন ! কাকে দিবি নির্বাসন তুই !

## যাও মেঘ

"হে মেঘ, সৌহার্দ্যবশত বা আমার বিরহকাতরতা দেখে
করুণাবশত এই অনুচিত তবু প্রিয় প্রার্থনানুযায়ী
কাজটুকু করতে তুমি বর্ষণে সৌন্দর্যবর্ধিত হয়ে তোমার
কাঙ্ক্ষিত দেশগুলি বিচরণ করো। কামনা করি,
বিদ্যুতের সঙ্গে তোমার যেন কোনদিন বিচ্ছেদ না হয়।" ...

উত্তর মেঘ/মেঘদূত

যাও মেঘ, বলো তারে, কেমন দুঃখের মাঝে আছি !

তোমার হৃদয়গত ফুলে-ওঠা জলরাশিধারা
তার মাঠে ঢেলে দিয়ে আশ্বিনের ফসলের ঠোঁটে
বলো তাকে, শুনে নিতে আমাদের ঘরে ঘরে অরন্ধন গান
কীভাবে বাতাসে ভাসে শকুনের উল্লাসী ডানায়।

ভাতহীন মানুষের সর্বঅঙ্গ মলিনতা মাখা
অমলিন মানুষের স্মৃতি আজ হিম অন্ধকারে
রয়েছে নির্বাক প'ড়ে আস্তাকুঁড়ে এঁটো কাঁটা মেখে
স্মৃতিহীন মানুষের উদাসীন গাঢ় বিষণ্ণতা
অভিমান বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে : এক রাশ ভাত
সাপের মণির মতো আলো ক'রে কাঁসার থালায়।

ভাতহীন তাপহীন স্মৃতিহীন উদাসীন এই
অভিমানী মাঠে কবে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
তোমার হৃদয়গত ফুলে-ওঠা জলরাশিধারা
ঢেলেছিলে কবে তুমি ফসলের প্রবল আবেগে !
সেই জলে অংকুরিত বুক-ছোঁয়া শস্যের সম্ভার
লক্ষ্মীমন্ত ঝাঁপি হাতে কবে যেন আমাদের ঘরে
হেনেছিল করাঘাত—রূপশালি আউশে আমনে !

আজ সেই রূপময় ঘ্রাণময় আমন্থর স্মৃতি
তোমার বুকের মধ্যে হেঁকে ওঠে বজ্রের নির্ঘোষে,

দুচোখে তরংগ বয় বিদ্যুতের তীব্র কশাঘাতে।
সর্ব অঙ্গে ফসলের গভীরসঞ্চারী স্মৃতি নিয়ে
প'ড়ে আছে খাঁ খাঁ মাঠ—জলহীন, লাঙলবিহীন—
ফাটলে ফাটলে ধ'রে বেদনায় ব্যর্থ হাহাকার ;
কৃষকের করতলে জ'মে ওঠে শ্যাওলার স্তূপ

সর্ব অঙ্গে বীজময় অনাবাদী জমির পিপাসা !

যাও মেঘ, রিক্তচোখ স্মৃতিভারাতুর প্রত্যাশায়
মানুষের মতো ব্যগ্র শস্যহীন মাঠের কাহিনী
তার কাছে বলো তুমি, যে আজ নদীর বহমান
স্রোতে স্রোতে দাঁড় টানে অনুকূল বাতাসের বুকে
ভাসিয়ে দুর্জয় নৌকো অবিনাশী পেশল বাহুতে ;
আদিগন্ত ফসলের চোখে যার স্বপ্নের সবুজ
অতৃপ্ত আঘ্রাণ নিয়ে উন্মোচিত স্নিগ্ধ জন্মভূমি ।।

## বৃদ্ধ মানুষটি এবং সমুদ্র

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে জানতাম।
—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

# অন্নমনস্কতা

জ্ব’লে পুড়ে খাক্ হোক সব প্রিয় অসতর্ক কথা,
নিজস্ব বিষাদ নিয়ে তোর কোনও প্রয়োজন নেই।
‘হা হা অন্ন’ যারা ধোঁকে, শুধুমাত্র তাদের জন্যেই
কবিতায় ভ’রে থাক্ রক্ত-ঘাম-যুদ্ধ-সফলতা—

কেননা এখন দেশ জুড়ে আছে অন্নমনস্কতা ॥

## একান্ত গোপনীয়

...Who would have thought the old man to
have had so much blood in him ?
—Shakespeare, Macbeth, Act V, Scene II.

ওই রুক্ষ, শীর্ণ শরীরে রক্ত এত, এত রক্ত কেন !

নিষ্পত্র শিমুল তার পাঁজর ফাটিয়ে
কীভাবে এ-ধূসর দুপুরে
ছড়ায় শরীর ভ'রে রক্তময় তীব্র অহংকার,
ধোঁয়াধুলো আবিলতা মাখা
দুপুরের নির্জনতা কেঁপে ওঠে ভয়ে,

—মাঝেমাঝে রাজপথ, রক্তহীন শান্ত কলকাতা
যেভাবে বিহ্বল হয় পরাজয়হীন বিপর্যয়ে
গুলীবিদ্ধ ছুরিবিদ্ধ অ্যানিমিক রুগ্ন মানুষের
অন্তহীন রক্তের তাণ্ডবে।

পত্রহীন শিমুলের উল্লসিত পাঁজর ফাটিয়ে
এত রক্ত কীভাবে বেরয়,
এত রক্ত থাকে যে কোথায়
অ্যানিমিক মানুষের অন্তর্গত গোপন শরীরে ...

# এখনই ঘুমোবে তুমি

সবাই ঘুমোতে চায়।  শারীরিক ক্লান্তি, অবসাদে
রাতের নির্জন কোলে পাশ ফিরে সবাই ঘুমোয়,
জেগে উঠতে ভোরবেলা রোদের প্রখর আহ্বানে।

কবিও ব্যত্যয় নয় ; দুই চোখে তারও তন্দ্রা নামে।
লেখার কলম ফেলে কিছুক্ষণ হিম অন্ধকারে
চুপচাপ শুয়ে থাকে কবি, পরবর্তী কবিতার
কাছে পোঁছে যেতে সে শুধু বিশ্রাম নেয় ;
তার চারপাশ জুড়ে শব্দের বিমান আক্রমণ
উলঙ্গের নিরন্নের দেশে : 'এখনও ঘুমোয় কারা,
কীসের আশ্বাসে ...'

পোড়ামাটি বুকে ধ'রে বিষ্ণুপুর মন্দিরের মতো
জীবিত মানুষজন ঘুমে ঢলে এই পোড়া দেশে—
হুড়মুড় ক'রে মুখ থুবড়ে পড়বে ব'লে ;
যারা মৃত শুধু তারা ঘুমোতে পারে না
জীবনের স্মৃতিচিহ্নে স্মরণের দীপ জ্বালবে ব'লে !
তারা হাঁকে, 'কেন ঘুম ?  হানো এই নরকের দ্বার ....'

জীবিত মানুষজন ঘুমে ঢলে।
যারা মৃত, দুরন্ত স্মৃতির মতো তারা হেঁকে ওঠে,
'কবি, তুমি এখনই ঘুমোবে ?'

# কালরাত্তিরের কবি

'আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, রক্তে স্থির শুয়ে থাকা
মৃত মানুষেরা
এই যুদ্ধে হয়েছে বিজয়ী ।'—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে অন্ধ, সে কবিতা লিখতে পারে না ।

এখনও অদৃশ্য,
কিন্তু ক্রমশ এগিয়ে-আসা দিনের মতো
উজ্জ্বল মানুষের মুখ
যে অন্ধ, সে দেখতে পায় না ;
কবিকে দেখতে হয় ।

যে বধির, সে কবিতা লিখতে জানে না ।
এখনও অস্পষ্ট,
কিন্তু ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে-ওঠা সঙ্গীতের মতো
উজ্জ্বল মানুষের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর
যে বধির, সে শুনতে পায় না ;
কবিকে শুনতে হয় ।

অন্ধকারের বুক-ফাটিয়ে সূর্য-ওঠার গল্প
কবি সবাইকে শোনান
সারারাত ধ'রে

এই কালরাত্তিরে কেউ যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে ...

# চতুর্দশপদী

ওই চাষা পড়ে নাই বিদেশি কবির সেই লেখা :
শীত এলে বসন্ত কি আর পারে সুদূরে থাকিতে ?
কীভাবে পড়িবে তাহা ওই চাষি, এখনও যাহার
হয় নাই কোনরূপ নিজস্ব অক্ষর পরিচয় !
দেশের কবির নাম শুনে নাই নিরক্ষর চাষা,
বিদেশি কবির লেখা কীভাবে জানিবে সেই জন !
ওই চাষা আজীবন লাঙলের ক্ষুধার্ত ফলায়
অপরের জমি চষে—অন্নহীন, অক্ষরবিহীন ...

তবুও সে শীত এলে হেমবর্ণ স্মৃতির মতন
মাঠভরা ফসলের মোহমন্ত্রে গান বাঁধিয়াছে ;
বীজধান রাখিয়াছে শীতের ধূসর বেলা হতে
বসন্তের প্রান্তদেশে বর্ষা আসে, কীভাবে জানিয়া।
সমস্ত কবিতা তার উদরের ক্রূর অভিজ্ঞতার
নিকটে আসিয়া ব্যর্থ—ওই চাষা সকলই জেনেছে ।।

## কেন শিল্প

কেন শিল্প দাবি করে মানুষের কাছে এত কিছু?
শিল্পের সম্মতি বিনা মানুষের রাগ-শোক-ঘৃণা
কিছুই হবে না গ্রাহ্য, কেন শিল্প এই দাবি রাখে!
ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে কেন শিল্প দ্বিধাগ্রস্ত হয়!
'মারের বদলে মার'—এ-আদিম চেতনায় সাড়া
দিতে, সুসজ্জিত হতে কেন শিল্প সংকুচিত হয়!
কেন শিল্প কেঁপে ওঠে মানুষের মহৎ আবেগে,
প্রেমময় উচ্চারণে, সৈনিকের শিরস্ত্রাণ দেখে....

শিল্প কি ননীর পুতুল, নাকি পাতলা কাচের গেলাশ—
একটুতেই ভেঙে যাবে? অভিমানে শিশুর মতন
তুলতুলে লাল গাল নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসবে,
গোঁশাঘরে চ'লে যাবে কেঁদে নিতে আঁচল বিছিয়ে?
শিল্প নিয়ে আমি বাঁচি, নাকি শিল্প আমাকে সম্বল
ক'রে বাড়ে, এই প্রশ্ন নিতান্তই বেয়াদবি হলে,
কেন শিল্প জাহান্নমে যাবে না, অথবা আন্দামানে ....

## দাবিসনদ

কবিতা তোমার কাছে দাবি করে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা
ছুরির দু'কশ বেয়ে নেমে-আসা ( নিহত বন্ধুর )
অবিনাশী রক্তের মতন ; অনাবিল স্বাধীনতা
যেমন নদীর স্রোতে জেগে ওঠে মস্ত অন্ধকারে,
তোমার তরুণ চোখে চায় সেই ঋজু সরলতা—

সোজাসুজি কথা বলো : আমি চাই বিষাদ মাখানো
মাঠের সমস্ত শস্যে কৃষকের পিতৃত্ব ঘোষণা,
সমবেত শ্রমিকের যন্ত্রের ওপর অধিকার,
পৃথিবীর অন্তরঙ্গ জীবনের বিপুল উদ্ধার,
বারুদের অন্তর্গত বিস্ফোরক প্রেরণার মতো।

আমি চাই রমণীর গাঢ় চোখে প্রতিশ্রুত প্রেম,
প্রেমহীন জীবনের উচ্ছ্বসিত শোকের মহিমা,
আমি চাই নিহত বন্ধুর রক্তে ছুরির দু'কশে
নদীর স্রোতের মতো ক্লান্তিহীন অমল শপথ ।।

## মানুষ

খড়কুটো উড়ে যায়
পুড়ে যায়
ঘর ;
তবু ও মানুষ থাকে
জন্ম-জন্মান্তর ।।

## নিজের জন্যে-২

মানুষের মতো তুই মরেছিলি বিষের ছুরিতে
মানুষের মতো তোর পুনর্জন্ম হোক এইবার
মানুষের মতো তুই জেগে ওঠ, অভিমানে, প্রেমে
মানুষের মতো তুই ম'রে যাস স্পষ্ট দ্বিপ্রহরে

বৃদ্ধ মানুষটি এবং সমুদ্র

'একটু আশ্রয় দাও, হে সময়, নিরবধি কাল'—
প্রার্থনায় নতজানু অমরতাপিয়াসী কাঙাল ।।

---